যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

চালু হচ্ছে সিলেট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সিলেট অফিস

প্রায় সোয়া ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সিলেট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ১ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটিতে পাঠদান কার্যক্রম শুরুর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্কুলের প্রিন্সিপাল।

ঢাকা মহানগরীসহ ছয়টি বিভাগীয় সদরে ১১টি মডেল বিদ্যালয় (বেসরকারি) স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সিলেটে এ বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে শুরু হয় এ প্রকল্পের কাজ। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীতে পাচটি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরে একটি করে এবং বগুড়ায় একটি মডেল স্কুল নির্মিত হচ্ছে।

২০০৩ সালের ১৭ অক্টোবর সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সিলেট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

একাদশ শ্রেণীর জন্য ১০ জুলাই থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। ১ আগস্ট থেকে শুরু হবে শিক্ষা কার্যক্রম।

সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আবদুল হাইকে সিলেট মডেল হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৯ জুন তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগ দেন। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ১৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা কর্মস্থলে যোগদান করতে শুরু করেছেন।

প্রিন্সিপাল প্রফেসর আবদুল হাই জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এ বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। এবার একাদশ শ্রেণীতে ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে। বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ১৫০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে ছয় সদস্যের স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, স্কুলটিতে আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এ পাচটি ক্লাসে সব মিলিয়ে ৯০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর সিলেটের সহকারী প্রকৌশলী অনন্ত কুমার ভৌমিক জানান, প্রকল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রকল্পের আওতায় পাচ তলা একটি একাডেমিক ভবন (এতে রয়েছে ৬৯টি ক্লাসরুম, একটি কনফারেন্স রুম, একটি বোর্ড মিটিং রুম), অধ্যক্ষের বাসভবন, সীমানা প্রাচীর, জলাধারসহ পানির লাইন, গভীর নলকূপ, গ্যাস পাইপ লাইন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, আসবাবপত্র সরবরাহ, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও ক্যাম্পাস লাইটিং করা হয়েছে। তিনি জানান, স্কুলটিতে ৪১টি কমপিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। জিমনেশিয়াম হলে প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের ইকুইপমেন্ট দেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে সত্যিকারের মডেল স্কুলের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে বলে তিনি জানান।